নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার কথা বিবেচনায় নিন

ড. মো. শফিকুর রহমান

১৭ জানুয়ারি ২০২১ ০০:০০ | আপডেট: ১৭ জানুয়ারি ২০২১ ০০:০২

বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের মহামারী শুরু হওয়ার পর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে বন্ধ রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের করোনা সংক্রমণ থেকে রক্ষা ও সংক্রমণ যাতে না ছড়ায়, এসব দিক বিবেচনা করে এখনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সরকারি সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক? দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। টিভি দেখে ও মোবাইল ফোন-ইন্টারনেট ব্যবহার করে সময় ব্যয় করছে এবং লেখাপড়ার অভ্যাস থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। যদিও শিক্ষা কার্যক্রম অনলাইনে চলছে, তবুও স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস জীবনের অভাব নিছক অনলাইন ক্লাসে পূরণ করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু শিক্ষার্থীদের ওপর এবং করোনার এ দুঃসময়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খাত হচ্ছে শিক্ষা। আবার দীর্ঘ বিরতির পর নতুন করে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কঠিন হবে। গত ৯ মাসে দুই হাজারেরও বেশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, বহু শিক্ষক সম্পূর্ণ বেকার হয়েছেন, অনেকেরই বেতন-ভাতা কমে গেছে এবং পরিবার নিয়ে আর্থিক কষ্টে জীবন কাটাচ্ছেন। শিক্ষা খাতের খরচ জাতির জন্য একটি সঠিক বিনিয়োগ হলেও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এসব শিক্ষক-কর্মকর্তার জন্য তেমন কোনো সরকারি অনুদান নেই। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারি প্রণোদনার প্যাকেজ রয়েছে। ৯ মাস ধরে শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমভিত্তিক পাঠদান বন্ধ থাকায় অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তার মাত্রাটা বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই এসব কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়ার জন্য সরকারের ওপর প্রচ- চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার জন্য সরকারকে লিগ্যাল নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে সব প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক।

পশ্চিমা বিশ্বসহ উন্নত দেশগুলো এখনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার কথা ভাবছে না। কোনো কোনো দেশ সীমিত আকারে শুধু মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পর স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ দেখা

দেওয়ায় আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কানাডার কথা বলা যায়। সেখানে করোনা সংক্রমণ পশ্চিমা অন্য দেশগুলোর তুলনায় কিছুটা কমে যাওয়ার পর শুধু মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সব স্কুল গত সেপ্টেম্বর খুলে দেওয়ার পর স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় টরন্টো শহরের কয়েকটি স্কুলে করোনা টেস্টের মাধ্যমে জরিপ চালানো হয়। এতে করোনা সংক্রমণের একটি ভয়ঙ্কর চিত্র ফুটে ওঠে এবং দেখা গেছে, প্রত্যেক ৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন করোনা পজিটিভ। এসব পশ্চিমা উন্নত দেশে মা-বাবা দু'জনকেই কাজ করে উপার্জন করতে হয়। তাই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে স্কুলে না গিয়ে ঘরে থাকলে তাদের দেখাশোনার জন্য মা অথবা বাবাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। এ কারণে এসব দেশে অন্তত প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত স্কুলগুলো খুলে দেওয়ার জন্য সরকারের ওপর প্রচ- চাপ রয়েছে এবং কানাডা সরকার ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের স্কুলে না পাঠিয়ে বাসায় রেখে অনলাইন ক্লাসে সহায়তার জন্য অভিভাবককে সপ্তাহে ৪৫০ ডলার পর্যন্ত ভাতা দিচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলোয় আমাদের বাংলাদেশের মতো স্কুল ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা কখনই তাদের ছেলেমেয়েকে স্কুলে আনা-নেওয়ার জন্য বা পরীক্ষার সময় স্কুল প্রাঙ্গণে জমায়েত হন না এবং শিক্ষার্থীদের তুলনায় প্রতিটি ক্লাসরুমের আকার অনেক বড় থাকায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হলেও এসব দেশ স্কুল খুলে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের ধারণক্ষমতার চেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। এখানে কখনই ক্লাসরুমের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ক্লাস নেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক অভিভাবকের উপস্থিতি কখনই নিয়ন্ত্রণ করা বাংলাদেশে সম্ভব নয়। তাই করোনার সংক্রমণ যে দ্রুতই ছড়াবে, এতে সন্দেহ নেই।

করোনা ভাইরাস কখনো ছোট-বড়, ধনী-গরিব, ধার্মিক-অধার্মিক ও শহর-গ্রামাঞ্চল চিনে সংক্রমণ করে না, বরং সংক্রমণ ও সংক্রমণের তীব্রতা শুধু দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে করোনা সংক্রমণ একেবারেই নেই বলে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলো খুলে দেওয়ার জন্য আনেকেই মত প্রকাশ করছেন।

স্কুলগামী ছেলেমেয়ের জীবন রক্ষাসহ করোনার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে তাদের সুরক্ষা দেওয়া আমাদের জন্য জরুরি, না লেখাপড়ার সাময়িক ক্ষতি থেকে উত্তরণ জরুরি? মহামারীর সময় লেখাপড়ার ক্ষতিতে ত্যাগ স্বীকার না করে জেনেশুনে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের ছেলেমেয়ে ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ঝুঁকিতে ঠেলে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই করোনার কারণে একটি জীবনও বিপন্ন হোক, তা আমাদের কাম্য নয়। সেটি হয়তো আমার বা আপনার আপনজনও হতে পারে। করোনার দুঃসময়ে মানুষের জীবন ও জীবিকা দুটিই রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যাবসা-বাণিজ্যসহ সব খাত দীর্ঘদিন বন্ধ রাখলে দেশে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টির কারণে শ্রমজীবী মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য জীবিকার অভাবেও মৃত্যুর ঘটনা হয়তো ঘটে থাকত। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা খাতকে উদ্ধার করার দায়দায়িত্ব যেমন সরকারের, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের করোনার মহামারী থেকে রক্ষা করাও সরকারের দায়িত্ব। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণসহ সব তথ্যই সরকারের কাছে রয়েছেÑ এটি না ভাবার কারণ নেই। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার জন্য আমরা সরকারকে এ মুহূর্তে চাপ দিতে চাই না। পরিস্থিতি অনুকূলে এলে নিশ্চয়ই সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখবে না। ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে তখন ছুটিগুলোও কিছুটা কমিয়ে এবং অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করে পাঠদানের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষকরা তাদের ছাত্রছাত্রীকে পাঠদান ও গবেষণার ক্ষতি পুষিয়ে দিতে যেসব উদ্যোগ নেওয়া দরকার, এর সবই তারা করবেন নিশ্চয়ই। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাকালীন ছাত্রছাত্রীর জন্য অনলাইনভিত্তিক ক্লাস আরও জোরদার করাসহ বাসা বা ঘরে লেখাপড়া ও অন্যান্য সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের ব্যস্ত রাখতে হবেÑ যাতে তারা লেখাপড়ার অভ্যাস থেকে বিচ্যুত না হয় এবং এ ব্যাপারে অভিভাবকদেরও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

যাহোক, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনই না খুলে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে কিনা, এ জন্য অপেক্ষা করা দরকার।

ড. মো. শফিকুর রহমান : অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

নতুন ধারার দৈনিক আমাদেরসময়

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪
ই-মেইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯
Privacy Policy